

কে হয় হৃদয় খুঁড়ে

ভজন সরকার

(৬)

সংগীত যে এভাবে আমাকে এত নিবিড়ভাবে টানে - তা হয়তো ছেলেবেলায় মনের ভেতর রেখাপাত করা টুকরো টুকরো স্মৃতির জন্যেই। খুব ছেলেবেলায় বিশেষত হেমন্তের মাঝামাঝি সময়ে যখন বরষার জল টানতে আরম্ভ করতো সে সময় থেকেই শুরু হতো গানের মৌসুম। বিজয়া দশমির দিন থেকেই সাজ সাজ রব পড়ে যেতো শীতকালের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতির। পাড়ায় পাড়ায়। ক্লাবে ক্লাবে। শুরু হতো পালা নির্বাচনের পালা। আর সেই সাথে প্রতি দিন ভোর হতো বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের ভোর রাতের টহলের গানে। কী মন মাতানো ভৈরবী? ছোটবেলায় ভোর রাতের আধো ঘুম আধো জাগরণ কী অপরূপ সুর-লহরীতে মুগ্ধ করে রাখতো আমাদের। বেলা বাড়ার পর দিনের প্রথম প্রহরে ভিক্ষা কুড়াতে আসতো সেই বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী যুগলের একজন, “দিন গো মা-ঠাকুরান, টহলের ভিক্ষা দিন।”

ইস্কুলে যাবার প্রস্তুতির সাথে সাথে বৈষ্ণবীর গলা শুনে বাইরে এসে দাঁড়াইতাম। সাদা ধবধবে শাড়ির উপর দিয়ে নেমে আসা লম্বা কালো চুল, তীক্ষ্ণ তিলকের রেখা কপাল থেকে নাকের উপর আছড়ে পড়ে কী যে এক মায়াবী সৌন্দর্য তৈরি করেছে! আমাদের গ্রামে যে বৈষ্ণবী টহলের জন্য আসতো সে এক অষ্টাদশী সুন্দরী। এক ব্রাহ্মণের ঘরের বাপ-মা মরা মেয়ে। নাম জ্যোৎস্না। সৌন্দর্যে চাঁদের জ্যোৎস্নাকেও হার মানায়। সাথের বৈরাগী প্রায় মধ্য-পঞ্চাশের এক “মিনষে”। সেই ছোটবেলাতেই বড়দের কানাকানি শুনতাম। বড় হয়ে তার মানে বুঝতে পেরেছি। বাড়ির মেয়েরা এই অসম যুগলের যৌন জীবন সম্পর্কে রসালো মনতব্য করতো। পরে আরও শুনেছি যে, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীরা যে দম্পতি হবে এমন কথা নয়। আরও অনেক সম্পর্ক নিয়েও একত্রে থাকতে পারে, এমন সহজিয়া জীবন তাদের। আর একটু বড় হলে শুনলাম, সেই গানের বান - জাগানো ফুঁড় ফুঁড়ে জ্যোৎস্না এক সমবয়সী নিচু জাতের ছেলের সাথে সংসার ধর্ম শুরু করেছে। গানের সাথে প্রাণের কোথায় যেনো একটা সুস্বাদু তার ছিলো। সেই সময়েই সে তার ছিঁড়ে গেছে বুঝতে পেরে খুব খারাপ লেগেছিলো।

একবার আমাদের বাড়িতে বসলো গানের জলসা। স্মৃতির ঘুলঘুলি গলে যতটুকু মনে পড়ে, চায়ের কাপের মতো অনেক গুলো বাটিতে জল ভরে হাতের কাঠি দিয়ে যা বাজানো হোলো তা এক কথায় অপূর্ব। সেটা জলতরঙ্গ। জলের প্রবাহের মতো সুরের মূর্ছনাও কেমন মাতিয়ে রাখে। পরে বুঝেছি তা আরও নিবিড়ভাবে নিঝুম পাহাড়ের কোন প্রবাহমান জলের ঝর্ণার শব্দ শুনে। কিংবা উঁচু পাহাড়ের গাঁ বেয়ে জলের যে তীক্ষ্ণ ধারাটি নেমে গেছে লেক সুপিরিয়রের জলে, কান পাতলেই যেনো শোনা যায় ছোট বেলার এক সান্ধ্য-আসরের অপরিচিত কোন শিল্পির সেই জলতরঙ্গের সুর। সেই ছেলেবেলার ভাল লাগার ছোঁয়া কেমন করে সংক্রমিত হয়ে আছে জীবনের এই বিস্তৃত পথটুকুতেও!

সেই আসরে আমাদেরই এক দূর সম্পর্কিত আত্মীয়্যর কণ্ঠে শুনা দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের সেই গান ,“ আমরা মলয় বাতাসে ভেসে যাব / শুধু কুসুমের মধু করিব পান ।” কেমন কানে লেগে আছে । ভাল লাগা ব্যাপারটাই যেনো এ রকম অসীম -অনন্ত। হৃদয়ের এক কোণায় কোথায় যেনো জমে থাকে । কালের বাতাবরণ ছাড়িয়ে এক দিন বের হয়ে আসে চুপিসারে ইন্দ্রিয়ের সব বেড়াজাল ভেদ করেই । এক অলৌকিক আলোকে উৎসাসিত সে স্মৃতি সূধারসে কখন যে “ এই তৃষিত মরু ” ছেড়ে গানের রসালো ভুবনে নামিয়ে আনে সবাইকে । এমন ব্যাপক বিধবংসী সে টান । সেদিনের সে আত্মীয়্য আমার বড়মার (জেঠাই-মার) ছোট বোনের সতীন । বয়সের ব্যবধানও বিস্তর স্বামীর সাথে । গান শিখতে গিয়েই গুরুজীকে স্বামী হিসেবে বেছে নিয়েছেন । অথচ কারও মধ্যে কোন রকমের বিরূপ প্রতিক্রিয়া নেই । সতীনের ছেলের সাথেই জলসায় গান করে বেড়াচ্ছে । আত্মীয়্য স্বজনেরাও কেমন আপন করে নিয়েছে । গানের মোহকরি যাদুতে সবাইকে কেমন মন্ত্রমুগ্ধের মতো বশ করে রেখেছে ! আমার চরম রক্ষনশীলা বড়মা যেনো নিজের বোনের চেয়েও বোনের সতীনকে বেশী ভালবাসতেন আর বলতেন ,“ এমন সুন্দর কীর্তনের গলা ! ভগবান ওকে পাঠিয়েছেন । আমরা অসম্মান করি কোন সাহসে ?” ভাবে -ভাবনায় বুঝিয়ে দিতেন, একটু-আধটুকু বিচ্যুতি থাকলেই ক্ষতি কী ? সোনার আংটি বাঁকা হলেও মন্দ কী ? পরবর্তী জীবনেও শিল্পীদের ভেতর এমন ছোটখাটো বিচ্যুতি দেখে খুব অবাক হই নি ।

মনে পড়ে প্রতি শীতকালেই খুলনা থেকে পদকীর্তনের দল আসতো আমাদের এলাকাতে । সে দলে থাকতো প্রায় তিন-চার জন কিশোরী । অসম্ভব মধুর কণ্ঠ তাদের । প্রায় প্রতি রাতেই সামিয়ানা টানিয়ে চলতো মধ্য-রাত অবধি একেকটা পালা । হারমোনিয়াম , বাশের বাঁশি, খোল-করতাল আর মঞ্জুরীই প্রধানত বাদ্য যন্ত্র । এসব ছাপিয়েও সেই কিশোরীদের গানের গলা মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো টেনে রাখতো । মধ্য রাতে গান শেষে যখন বাড়ি ফিরতাম সারাক্ষণ কানের বাজতো সেই সুরের ঐক্যতান । কখনও স্বপ্নের অধিকাংশ জুড়েই থাকতো সেই সব নাম না জানা শিল্পিরা । সকাল হলেই দেখা যেতো যে বাড়িতে শিল্পীদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে সে বাড়ির আশপাশে ঘুর ঘুর করেছে নানা বয়সের লোকেরা । কখনও কখনও কোন গান পাগলা মানুষ প্রেম নিবেদনের নামে কিংবা গানের আকর্ষণে একটু বাড়াবাড়িও করে ফেলতো । কিন্তু ওই সব কিশোরীরা যে খুব আহা মরি সুন্দরী সেটাও না । কিন্তু ওই যে , সংগীতের আকর্ষণ । সুরের প্রতি - ছন্দের প্রতি মানুষের শ্বশত প্রেম । যা শারিরিক সৌন্দর্যকে ছাড়িয়ে মানুষকে পৌছে দেয় এক মায়াবী জগতে । সে জগৎ সুরের জগৎ । সে জগৎ সব কিছু ভুলে থাকার জগৎ । মানুষ তো নসি । দেবতাদেরও ধ্যান ভাংগিয়ে দেয় এমনি আকর্ষণ সুরের, সংগীতের !

(চলবে)

॥ নভেম্বর ৩০ , ২০০৭। লেক সুপিরিয়র । কানাডা ॥

sarkerbk@gmail.com